গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০২.০১০.১৬ -৯৬৫

তারিখ : ১২ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ২৭-অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় : গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে হোটেল সী প্যালেস, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত Workshop on Public Exam Quality Reforms -সংক্রান্ত আবাসিক কর্মশালার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে হোটেল সী প্যালেস, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত Workshop on Public Exam Quality Reforms -সংক্রান্ত আবাসিক কর্মশালায় এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় চলমান সংস্কারসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে এই সিদ্ধান্তসমূহ এতদসঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ নম্বর বিজ্ঞপ্তির (১৮ জুন ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সংগে নমুনা উত্তর (model answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (marking scheme) প্রণয়ন করবেন এবং মডারেটরগণ প্রশ্ন মডারেশনের পর নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করবেন। পরিমার্জনকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা স্ব স্ব বোর্ডে অতিগোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ-চ)

২. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রকৃত উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকগণ ও তাঁদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণকে নিয়ে আবশ্যিকভাবে নমুনা নম্বর প্রদান (sample marking) কর্মশালার আয়োজন করবেন। নমুনা উত্তর (model answer) এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (marking scheme) ব্যবহার করে তিন ধরনের উত্তরপত্র - একটি দুর্বলমানের, একটি মধ্যমমানের এবং একটি উচ্চমানের- নিয়ে নমুনা নম্বর প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে উক্ত নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা সংশোধন করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত সংশোধিত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকার আলোকে পরীক্ষকগণ/প্রধান পরীক্ষকগণ প্রকৃত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ-ছ)

৩. চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (content coverage) বিবেচনায় এনে প্রশ্ন প্রণেতাগণ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন, নির্ধারিত নির্দেশক ছক (specification grid) পূরণ করবেন এবং সঠিক উত্তরমালা প্রণয়ন করবেন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের পরিশোধনের (moderaton) আলোকে মডারেটরগণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর নিশ্চিত করবেন এবং স্ব স্ব বোর্ড নির্ধারিত নির্দেশক ছক এবং সঠিক উত্তর সংরক্ষণ করবেন। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ-ঙ)

৪. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. উল্লিখিত কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সহায়তা গহণ করবে।

চলমান পাতা/-২

৬. পরীক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা ও তথ্য সরবরাহ করবে।

সংযুক্তি :

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ নম্বর বিজ্ঞপ্তি (১৮ জুন ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত)।

খ. গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত Workshop on Public Exam Quality Reforms -সংক্রান্ত আবাসিক কর্মশালার সুপারিশসমূহ

চৌধুরী মুফাদ আহমদ
অতিরিক্ত সচিব

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
ঢাকা/ কুমিল্লা/ যশোর/ বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/ দিনাজপুর/চট্টগ্রাম ও
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.
৪. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৫. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/ কুমিল্লা/ যশোর/ বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/ দিনাজপুর/চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭. ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট ।
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা/ কুমিল্লা/ যশোর/ বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/ দিনাজপুর/চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক)
১১. অফিস কপি।

6. BEDU undertake an examination of public examination question requirements with a mandate to research, pilot and produce a report on types and degree of diversification of examination questions, dependent on candidate's education level (JSC/JDC, SSC/Dakhil, HSC/Alim).

Topic 3 - Quality Reform in the Determination of Examination Results

1. With technical support of BEDU BISE/BMEB should examine the possibility of introducing a procedure for awarding grades based on standardised score instead of raw scores. BEDU may do a pilot on it.

Topic 4 - Quality Reform in the Approach to Examining Candidates – Assessing Practical work and Recognition of the Introduction of a Continuous Approach to Assessment

1. MoE require BISE/BMEB to include 20%.CA marks into the public examinations starting with JSC.

2. A mechanism should be developed to address the possibility of malpractice in awarding CA marks.

3. MoE ensures that practical assessment (as practical, evidence-based, problem solving) is an integral part of CA as per the directives of curriculum 2012 **after consultations with stakeholders.**

Recommendations of the Cox's Bazar Workshop on Exam Reform issues

1-2 September 2016

Topic 1- Quality Reform in the Determination of Examination Results

1. All BISEs and BMEB should introduce sample marking for all examiners, head examiners and scrutinizers.
2. BISE and BEDU should introduce interactive, online training courses for head examiners, examiners, setters, moderators and general teachers. Ongoing trainings will continue.
3. BISEs and BMEB should undertake post-examination check to determine the distribution of marks per examiner (and check similarity with other examiners).
4. BEDU should immediately initiate the setting up of parameters and the modalities for introduction of online marking system.

Topic 2 - Quality Reform in the Setting of Examination Questions and Question Papers

1. Reintroduce unified examination questions for all subjects from the 2018 examinations.
2. Ensure that question setters and moderators create a specification grid for all questions set (whether MCQ, CQ, or other types) and hand over those to BEDU after the publication of the results.
3. Question setters and moderators should supply a marking scheme for each question created.
4. BISE/BMEB should introduce panel moderation, involving both setters and moderators.
5. BISE/BMEB set up a secure public examination databank (item bank) for MCQ and CQ per subject to reduce pressure on question setters/moderators with technical support from BEDU.

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং **শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯**—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।